মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২০১৯

পর্ব-৭: সওম (রোযা) (كتاب الصوم)

পরিচ্ছেদঃ ৪. প্রথম অনুচ্ছেদ - মুসাফিরের সওম

بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ

আরবী

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ. فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصم وَإِن شِئْت فَأَفْطر»

বাংলা

মুসাফির ব্যক্তির জন্য সিয়াম পালনের বিধান বর্ণনা করাই এ অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। সফর অবস্থায় সিয়াম পালন করা বা না করা এবং এ দুয়ের কোনটি উত্তম- এ বিষয়ে আলোচ্য অধ্যায়ে বিবরণ রয়েছে।

আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

’’তোমাদের মধ্য যে অসুস্থ কিংবা ভ্রমণে থাকবে, সে অন্যদিনগুলোতে তা পূর্ণ করবে।’’ (সূরা আল বাকারাহ্ ২ঃ ১৮৪)

২০১৯-[১] ’আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযাহ্ ইবনু ’আমর আল আসলামী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি কি সফরে সওম পালন করব? হামযাহ্ খুব বেশী সওম পালন করতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ এটা তোমার ইচ্ছাধীন। চাইলে রাখবে, না চাইলে না রাখবে। (বুখারী, মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ১৯৪৩, মুসলিম ১১২১, তিরমিযী ৭১১, নাসায়ী ২৩০৬, ইবনু মাজাহ ১৬৬২, আহমাদ ২৫৬০৭, ইবনু খুযায়মাহ্ ২০২৮, মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৯৬৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১৫৬।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ অর্থাৎ- সফর অবস্থায় চাইলে সিয়াম পালন করবে, না চাইলে ছেড়ে দিবে। এখানে সফরে সওম রাখা বা না রাখার ঐচ্ছিকতার দলীল রয়েছে।

সওম রাখা কিংবা না রাখার বিষয়টা মুসাফিরের ইচ্ছাধীন, এটা প্রমাণের ক্ষেত্রে এটি একটি পূর্ণ বিবরণ। এখানে এ বিবরণও রয়েছে যে, সফরে মুসাফির যদি সওম রাখে তবে তা বৈধ, আর এটাই বিদ্বানদের সকলের মত। তবে ইবনু ‘উমার (রাঃ) বলেন, যে সফরে সওম রাখবে পরবর্তী মুকীম অবস্থায় তাকে আবার কাযা আদায় করতে হবে। তবে অধিকাংশ ‘উলামাগণ যথাক্রমে ইমাম মালিক, শাফি‘ঈ ও আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) মনে করেন যে, সফরে সামর্থ্যবান ব্যক্তির সওম রাখাই উত্তম। তাদের মধ্য হতে অনেকেই মনে করেন যে, সফরে অব্যাহতি গ্রহণপূর্বক সওম না রাখাই উত্তম। আর এটা আওযা‘ঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রহঃ)-এর মত। আর ইবনু ‘আব্বাস, আবূ সা‘ঈদ, সা‘ঈদ বিন মুসাইয়্যিব, ‘আত্বা, হাসান, মুজাহিদ ও লায়স (রহঃ) প্রমুখগণের মতে এটি সাধারণত ঐচ্ছিক বিষয়। অর্থাৎ- যার ইচ্ছা সে সফরে সওম রাখবে ইচ্ছা না হলে সওম রাখবে না। অন্যরা বলেছেনে যে, এ দুয়ের মাঝে যেটা সহজ সেটাই উত্তম, আল্লাহ তা‘আলার কথা, ‘‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের প্রতি সহজ করতে চান।’’ (সূরা আল বাকারাহ্ ২ : ১৮৫)

সফরে যদি কারো পক্ষে সওম না রাখা সহজ হয় তবে তা-ই তার ক্ষেত্রে উত্তম, আর যদি কারো পক্ষে সওম রাখা সহজ হয় তবে তার ক্ষেত্রে তা-ই উত্তম, আর এটাই ‘উমার বিন ‘আবদুল ‘আযীয (রহঃ)-এর কথা এবং ইবনু মুনযির (রহঃ) এ মতকেই পছন্দ করেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56579

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন